R. N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই মাঘ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
৩০শে জানুয়ারী, ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০.

৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতাল দ্বিতল হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ১২৫ থেকে বাড়িয়ে ২৫০ করতে হাসপাতালের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার বত্রিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। হাসপাতালের মূল ভবনটি দ্বিতল করা হবে। এই সঙ্গে একটি পৃথক আউটডোর ভবনের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আউটডোর নির্ম্মাণের জন্য ১৩৮৬ লক্ষ টাকা এবং মূল ভবনটি দ্বিতল করার জন্য ১৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। হাসপাতালটি প্রথমে ৬৮টি শয্যা নিয়ে চালু হয়। পরে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে ১২৫ করা হয়। কিন্তু তবুও রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় স্থান সংকুলান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বেডের অভাবে রোগীদের প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও বারান্দায় পড়ে থাকতে হয়। কংগ্রেস আমলে হাসপাতালটির পরিবর্ধনের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠে। ফ্রন্ট আমলেও দীর্ঘ টালবাহানার পর, অবশেষে সে দাবি পূরণ হতে চলায় বিভিন্ন মহল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। এদিকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স ও সাধারণ কর্মীর অভাব এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবের ফলে চিকিৎসার কাজে ব্যাঘাত ঘটছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। পেট্রল কেনার টাকার অভাবে হাসপাতালের একমাত্র প্রয়োজনীয় এ্যাম্বুলেন্সটিও দীর্ঘদিন ধরে অচল হয়ে রয়েছে। ফলে অসুস্থ রোগীদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে বলা হয়েছে শয্যা সংখ্যা বাড়ার পর ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যাও বাড়ানো হবে।

ফরাক্কায় বিদ্যুৎমন্ত্রীর সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৭ জানুয়ারী ফরাক্কায় কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী এ বি এ গনি খান চৌধুরীকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের ফলে উদ্ভুত সমস্যা, যেমন জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকার জল নিষ্কাশন, গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ, ভাগীরথীর ওপর রঘুনাথগঞ্জ—জঙ্গিপুর সংযোগ সেতু ও ফীডার ক্যানেলের ওপর আরো সেতু নির্ম্মাণ, ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসন, ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ ত্বরান্বিতকরণ ইত্যাদির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, ফরাক্কা বাঁধজনিত সমস্যা সম্পর্কে তিনি অবহিত এবং অনতিবিলম্বে সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করা হবে। ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজও ত্বরান্বিত করা হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী এই সংস্থায় লোক নিয়োগ করা হবে। এ ছাড়াও ফরাক্কাকে সুন্দর শিল্পনগরীতে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি তিনি দেন।

বোমাবাজি নিয়ে পরস্পরবিরোধী অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০ জানুয়ারী—২২ জানুয়ারী রাত্রে এই থানার নবকান্তপুরে একটি বোমা বিস্ফোরণে সরিফুল সেথ নামে একজন সি পি এম সমর্থক আহত হলে রঘুনাথগঞ্জ থানায় দুটি পরস্পরবিরোধী অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়। ইন্দিরা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, ২২ জানুয়ারী রাত্রে মিঠিপুরের আবদুল হায়াৎ নামে একজন কং (ই) সমর্থকের বাড়ীতে একদল লোক দরজা ভেঙে ঢোকে এবং দুটি বোমা ফাটায়। ফলে দু'জন আহত হন। গৃহস্বামীর চিৎকারে গ্রামবাসীরা জড় হয়ে দু'জনকে ধরে ফেলেন। ইতিমধ্যে মিঠিপুর পুলিশ চৌকি থেকে পুলিশ এসে পড়লে হানাদাররা চম্পট দেয়। সি পি এম এর পক্ষ থেকে পালটা অভিযোগে জানানো হয়েছে, পারটির দু'জন অপহৃত সমর্থককে উদ্ধারের ব্যাপারে ২২ জানুয়ারী রাত্রে সরিফুল সেথ ও আরো কয়েকজন মিঠিপুরে পারটি অফিসে বসে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আলমারি তালাবন্ধ ছাত্রের গলায় ফাঁস

সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : চড়কা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯৮০ সালে চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল লিভিং সারটিফিকেট না পাওয়ায় কোথাও ভর্তি হতে পারছে না। অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে। কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা গেছে ১৯৭৯ সালের ৩১ জুলাই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একজন চতুর্থ শিক্ষককে চারজ এবং আলমারির চাবি বুঝিয়ে দিয়ে যান। কিন্তু ছ'মাস থেকে দেখা যাচ্ছে চাবিসমেত ভারপ্রাপ্ত সেই শিক্ষক অনুপস্থিত। বিদ্যালয়ের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আলমারির চাবি না পাওয়ায় এ্যাডমিশন রেজিষ্টার ও অন্যান্য নথিপত্র পাচ্ছেন না। তাই ছাত্রছাত্রীদের সারটিফিকেট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সব মিলিয়ে ফাঁস পড়েছে ছাত্রছাত্রীদের গলায়। তারা না পারছে কোথাও ভর্তি হতে, না হচ্ছে সমাধানের পথে পাড়ি দেওয়া।

মিষ্টির বিনিময়ে : সুজাপুর জুনিয়র বেসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৮০

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এস ডি ও বদলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক অসিতবরণ চক্রবর্তীকে আলিপুরদুয়ার বদলি করা হয়েছে। গত ২৮ জানুয়ারী রেডিও-গ্রামে বদলির কথা জানানো হয়েছে। কান্দীর শিক্ষণরত মহকুমা শাসক বালকৃষ্ণণ কয়েকদিনের মধ্যেই জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে।

সাধারণতন্ত্র দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৬ জানুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩১-তম সাধারণতন্ত্র দিবস পালনের খবর এসেছে। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে সমবেত কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন কর্ম্মরত মহকুমা শাসক শান্তিগোপাল দত্ত। বন্ধুসমিতি ক্লাবের পক্ষ থেকে রঘুনাথগঞ্জে ওই দিন ৮ কিমি ও ১ কিমি রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটারজি। সাগরদীঘির সংবাদদাতা জানিয়েছেন, সেখানকার অগ্নিবীণা সব পেয়েছির

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পূজোমণ্ডপ পুড়ে ছাই নিরঞ্জন নিয়ে হাঙ্গামা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর রোড রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন সরস্বতী মণ্ডপটি পূজোর পরদিন ভোরে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে প্রতিমাটি ওই দিন সকালেই বিসর্জন করা হয়। সাগরদীঘিতে ২৬ জানুয়ারী রাত্রে সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় দুই ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে এক মার পিটের ঘটনায় দু'জন আহত হন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সরস্বতী পূজো উপলক্ষে মিয়াপুরে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই মাঘ বুধবার, ১৩৮৬।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আলোকে

গত শনিবার ভারতের একত্রিশতম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এবারে এই অনুষ্ঠানটি খুব আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হয় নাই। এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্য দিয়া ইহা পালিত হইয়াছে। বিদেশের বহু স্থানে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে প্রধানেরা প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা-বাণী পাঠাইয়াছেন।

এবারের অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেন না কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস দল, যে দল ১৯৭৭ সালে নিদারুণভাবে পরাজিত হয়, ১৯৮০ তে অভাবনীয় মাত্রার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া ক্ষমতায় আসিয়াছে।

তবে লক্ষ্য করিবার আরও বহু দিক আছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেস দল যে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া দেশ শাসনের ভূমিকা লইয়াছিল, তাহার উপর আঘাত আসিয়া পড়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে। কংগ্রেসে ভাঙ্গন দেখা গেল। তবু সে ভাঙ্গনে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন দল কাজ চালাইতে থাকে। তাহার পর সৃষ্টি হইল মূলতঃ কংগ্রেসের প্রতি একদা আস্থাশীল ব্যক্তিদের কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া পৃথক দল-গঠন, যাহা আর দুই একটি দলের সহ-যোগে জনতা দল নামে পরিচিত হয়। ১৯৭৭ সালে জনগণ তৎকালীন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস, সংগঠন কংগ্রেস—কাহাকেও সমর্থন না করিয়া জনতা দলের প্রতি তাঁহাদের আস্থা দেখাইলেন। তাই আমরা দেখিলাম জনতা সরকার। কিন্তু দেশ শাসনের মূল নীতি বিস্মৃত হইয়া গেলেন তাবৎ কর্তাব্যক্তিরা। ক্ষমতার লড়াই শুরু হইল; ব্যক্তিস্বার্থ প্রবল রূপ লইল। ফলশ্রুতি—জনতায় ভাঙ্গন। গঙ্গার জলধারা বহিয়া গেল প্রচুর; আর জনতা দলের শুধু 'কূল ভাঙ্গে'। আসিল লোকদল। সুতরাং ১৯৮০ তে পুনরায় লোকসভা নির্বাচন হইল। জনগণের রায় কোন্ দিকে গেল, সে কাহারও অবিদিত নহে।

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভারত। পবিত্র সংবিধান প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদা দিয়াছেন। সেই গৌরবে আমরা অবশ্যই গৌরবান্বিত। তবে ক্ষমতা-লোভী, ব্যক্তি স্বার্থলোভী তাবৎ রাজ-নৈতিক প্রধানেরা—যাঁহারা মর্জিমাফিক দল ভাঙ্গাগড়ার খেলায় লিপ্ত, যাঁহারা দেশের মধ্যে নানাভাবে সৃষ্টি করিয়া-ছেন নানা অনিশ্চয়তা, সৃষ্টি করিয়াছেন অসীম দুর্দশা, তাঁহাদের জন্য কোন ব্যবস্থা সংবিধানে নাই—ইহাই পরম পরিতাপের বিষয়। গত প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে এই কথাই বড় বেশী মনে পড়িয়াছে এবং সেই সঙ্গে ভাবিয়া আনন্দ হইয়াছে যে, জনগণ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত পবিত্র দায়িত্ব পালন করিয়া দল ভাঙ্গাভাঙ্গি ও ক্ষমতা কাড়াকাড়ির যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

অপপ্রচারের বিরুদ্ধে

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠার ২য় ক লমে 'বর্গাদারের আবেদন' শিরোনামে সাগরদীঘির নওপাড়ার প্রভাতকুমার ঘোষের চিঠি পড়িলাম। মজার ব্যাপার এই যে, প্রভাতকুমার ঘোষ সত্যের অপলাপ করিয়া শুধু সি পি আই এম এর কুৎসা রটাইয়াছেন। তিনি বঞ্চিত বর্গাদারের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরপেক্ষ এবং ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি যদি নিজেকে বঞ্চিত বর্গাদার আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত জমিগুলির প্রকৃত বর্গাদার, যাহাদের উচ্ছেদ করার জন্য প্রভাতবাবু সবরকম জঘন্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত, তাহাদের তিনি কি আখ্যা দিবেন? আর সেই সব হতভাগ্য ভূমিহীন আদিবাসী বর্গাদারের জন্য সরকারের নিকট কি ধরনের বিচার প্রার্থনা করিবেন জানাইবেন কি? ১৯৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯৬৪ সাল হইতে তাঁহার ভাই অনিল ঘোষ কিভাবে জমি চাষ করেন বুঝাইবেন কি? সি পি আই (এম) এর সমর্থকরা যদি তাঁহাকে রাস্তায় আক্রমণ করিয়া থাকেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়া থাকেন, তবে সি পি আই (এম) পরি-চালিত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সি পি আই (এম) সমর্থকদের উপর মিথ্যা মামলা করিয়াও কি করিয়া আজও অক্ষত শরীরে ও নির্বিঘ্নে চলাফেরা করিতেছেন? সত্য ঘটনা এইরূপ: সাগরদীঘি থানার নওপাড়া মৌজার উক্ত জমিগুলির মালিকানা ছিল লালগোলা থানার কালমেঘা গ্রামের প্রমোদেন্দু ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী শ্যামারাণী ঘোষের। প্রভাত ঘোষ ছিলেন উক্ত জোতদার এর তত্ত্বা-বধায়ক এবং তিনি তৎকালীন এল আর কমিটির সদস্য। তিনি যখন জানিতে পারিলেন উক্ত জমিগুলি খাস হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি ঐ সমস্ত দাগের জমিগুলি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে নিজ নামে এবং তাঁহার ভাই ৪র্থ শ্রেণীতে পাঠরত অনিল ঘোষের নামে সরকারী পাট্টার জন্য তৎকালীন এল আর কমিটি ও জে এল আর ও মহাশয়ের নিকট আবেদন করেন। তাঁহার আত্মবিশ্বাস ছিল যে, যেহেতু তিনি এল আর কমিটির সদস্য, সেহেতু তিনি চুপিচুপি অতি সহজেই নিজের কাজ হাসিল করিবেন। কিন্তু এল আর কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ ও জে এল আর ও মহাশয় বেআইনীভাবে পাট্টা দিতে অস্বীকার করায় তিনি জে এল আর ও এবং প্রকৃত বর্গাদারদের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে ২২৬ ধারায় কেস করে ষ্টাটাসকো মেনটেনের আদেশ পান। প্রকৃত বর্গাদারদের জমি হইতে উচ্ছেদ করার জন্য তিনি তাঁহাদের উপর অন্যায় অত্যাচারের জঘন্য প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। কিন্তু আনন্দের বিষয় প্রকৃত বর্গাদারদের আজও উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই, তাহারা নির্বিঘ্নে চাষাবাদ করিয়া আসিতেছে। দুঃখ-জনক ব্যাপার এই যে, সারা ভারতে যখন বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলর ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে তখন প্রভাত ঘোষ যিনি একজন সি পি আই সমর্থক এবং যিনি নিজেকে জেলা কমিটির সদস্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তিনি কিভাবে স্বৈরাচারী ও পুঁজিপতি জোতদারের স্বার্থ কায়েম করার জন্য প্রকৃত বর্গাদারদের উচ্ছেদ করার জঘন্য চেষ্টা চালাইতেছেন? —প্রকৃত বর্গা-দারদের পক্ষে গোপনা মারডি এবং সি পি আই (এম) সমর্থকবৃন্দ নওপাড়া (সাগরদীঘি)।

হোমগার্ড এ্যাসোসিয়েশন

সাগরদীঘি, ২৭ জানুয়ারী—মুর্শিদাবাদ জেলা হোমগার্ড এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজকুমার গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ২০ জানুয়ারী সাগরদীঘি থানা হোমগার্ড এ্যাসোসিয়েশন গঠন করা হয়েছে। ১৩ সদস্যের কার্যকরী সমিতির সভা-পতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আজিজুল হক ও চন্দন চন্দ।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২৫-২৬ ডিসেম্বর নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ এ্যামেচার এ্যাথ-লেটিকস্ প্রতিযোগিতায় মিরজাপুর নবভারত স্পোরটিং ক্লাবের প্রণতি সাহা হাই জামপে প্রথম, সুষমা শোশা লং জামপ ও হাই জামপে দ্বিতীয় এবং বনানী দাস ডিসকাসে দ্বিতীয় ও সট-পাটে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। বহরমপুর বিবেকানন্দ ব্যায়াম মন্দিরের নিয়তি সিন্‌হা ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে চ্যামপিয়ান হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা ক্রীড়া সংস্থা ওই প্রতিযোগিতায় ২৫ পয়েন্ট লাভ করে।

রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক যুবকরণের উদ্যোগে আয়োজিত ১৫ দিনের জেলাভিত্তিক ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবির ৩ জানুয়ারী শেষ হয়েছে। ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় জঙ্গিপুর পি ডবলু ডি ময়-দানে, মেয়েদের মিরজাপুর স্কুল ময়-দানে। ১৬ জন পুরুষ ও ৩২ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেন এন আই এস ভলিবল কোচ কমল ব্যানারজি। জঙ্গিপুর মহকুমায় এ ধরনের কোচ এই প্রথম। ছেলেমেয়েরা উৎসাহের সঙ্গে এতে অংশ গ্রহণ করে।

কৃষি প্রযুক্তিবিদ আন্দোলন

সংবাদদাতা, ৩০ জানুয়ারী—আট দফা দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে এবং 'কৃষি দফতরের অকর্মণ্যতা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি'র প্রতিবাদে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফেডারেশন অব এগ্রিকালচারাল টেকনলজিষ্টস্ সারভিস এ্যাসোসিয়েশনের ডাকে ১৫-১৬ জানুয়ারী কৃষি প্রযুক্তিবিদদের রাজ্যব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়। কলকাতার এসপ্ল্যানেড ইষ্ট-এ এই আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য গবেষণা, ব্লক, মহকুমা, জেলা ও রাজ্যস্তরে প্রায় দেড় হাজার কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, রিসারচ অফিসার; মহকুমা জেলা উপ ও যুগ্ম কৃষি আধিকারিকরা দু'দিনের গণছুটি নেন। —প্রাপ্ত

বিজ্ঞপ্তি

১৬০-৩-২১৪-৪-২৫০ টাকা তৎসহ প্রচলিত ভাতা এবং গ্রাম পঞ্চায়ত সচিবগণের ক্ষেত্রে প্রদেয় বর্দ্ধিত ভাতা বেতন-ক্রমে ফারাক্কা ব্লক (পঞ্চায়ত সমিতি) এলাকার অধিবাসী প্রার্থীগণের নিকট হইতে ফরাক্কা ব্লকের (পঞ্চায়ত সমিতি) অন্তর্গত ৯টী গ্রাম পঞ্চায়তের "জব এ্যাসিসট্যান্ট" নিয়োগ জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। যোগ্যতা :—

(১) মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস।

(২) ১৮ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং পাহাড়ী এলাকার প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ ৫ বৎসর বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।

(৩) সাইকেল চড়িতে জানা প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(৪) প্রার্থীগণকে অবশ্যই ফারাক্কা ব্লকের (পঞ্চায়ত সমিতি) এলাকার অধিবাসী হইতে হইবে এবং যে গ্রাম পঞ্চায়তের জন্য প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক সেই গ্রাম-পঞ্চায়তের নাম দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) প্রার্থীগণকে অবশ্যই দরখাস্তের সহিত যে এলাকার বাসিন্দা তাহার স্বপক্ষে সেই এলাকার প্রধানের একটি সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

(৬) প্রার্থীগণ তাহাদের দরখাস্তে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের রেজিষ্ট্রেসন নম্বর উল্লেখ করিবেন। যদি কোন প্রার্থীর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রেসন না থাকে তবে তিনি নাম রেজিষ্ট্রেসন করাইয়া সেই নম্বর উল্লেখে দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

নিয়োগ জন্য প্রার্থীগণকে লিখিত পরীক্ষা দিতে হইবে এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হইবে।

তপশিলী জাতি/উপজাতি প্রার্থীগণের জন্য যথাক্রমে ১৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ পদ সংরক্ষিত আছে।

দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫-২-৮০।

শ্রীতাপস রায়
আহ্বায়ক,
ব্লক লেভেল সিলেকশন কমিটি
ফারাক্কা ব্লক (পঞ্চায়ত সমিতি)
এবং
ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার, ফারাক্কা
পোঃ—ফারাক্কা ব্যারেজ
জেলা—মুর্শিদাবাদ

বোমাবাজি নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সলা পরামর্শ করার সময় কে বা কারা পারটি অফিসে বোমা নিক্ষেপ করে এবং সেই বোমা বিস্ফোরণের ফলে সরিফুল সেখ আহত হন। অপর দিকে পুলিশী তদন্তে নাকি প্রকাশ পেয়েছে, পুলিশ দেখে পালাবার সময় হাত থেকে বোমা পড়ে ফেটে গেলে সরিফুল সেখ আহত হন। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সাধারণতন্ত্র দিবস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আসরের সদস্যরা সাড়ম্বরে ২৩ এবং ২৬ জানুয়ারী যথাক্রমে নেতাজী জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করেন।

রঘুনাথগঞ্জের বাণীপুরে ওই দিন প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণরা এক ইনিংসে ম্যাচ জেতেন।

মৃতদেহ উদ্ধার

সাগরদীঘি, ২৯ জানুয়ারী—এই থানার হাতিশালা গ্রামের এক পুকুর থেকে গত মঙ্গলবার রাব হেমব্রম (৪০) নামে এক আদিবাসীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

সম্প্রতি সাগরদীঘি থানার কৃষ্ণপুর গ্রামে একজন গ্রামবাসীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বাড়ালা মহিলা সমিতির উদ্যোগে ২৩ ও ২৬ জানুয়ারী নেতাজী জয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে সকালে শোভাযাত্রা ও সভায় সমিতির কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন।

শহীদ দিবস : রঘুনাথগঞ্জ, ৩০ জানুয়ারী—আজ শহীদ দিবস উপলক্ষে মহকুমা শাসকের অফিস বারান্দায় সর্বধর্ম প্রার্থনাসভার আয়োজন করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ছাত্রের গলায় ফাঁস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শালে চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা মিষ্টি না দিলে স্কুল লিভিং সারটিফিকেট দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। গরীব ছাত্রছাত্রারা সময়মত মিষ্টি দিতে না পারায় নির্দিষ্ট সময়ে ভর্তির সমস্যায় পড়ছে। বেশ কয়েক বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলছে। অভিভাবকরা এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ।

ধ্বংসের পথে ঃ সংবাদদাতার খবর, সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সংস্কারের অভাবে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। স্কুলের অর্ধেকটা ইতিমধ্যে ধসে পড়েছে, বাকীটা যে কোন সময় ধসে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই স্কুলে পড়াশোনা হয় বলে অনেক অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাশের গ্রাম কাশিয়াডাঙ্গা স্কুলে ভর্তি করতে বাধ্য হয়েছেন।

নিরঞ্জন নিয়ে হাঙ্গামা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২৩ ও ২৪ জানুয়ারী বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বহরমপুর, কুচবিহার, বীরভূম ও কলকাতা থেকে বহু শিল্পী ওই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শেষ দিন কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্ডপ সেক্রেটারী সুবোধ দাস মদমত্ত অবস্থায় মঞ্চে উঠে অনুষ্ঠান পণ্ড করলে শ্রোতারা ক্ষুব্ধ হন।

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

বিজ্ঞপ্তি

১০ ফেব্রুয়ারী রবিবার সকাল ৯টায় বহরমপুর বিমল কালচারাল হলে মনীশ ঘটকের (যুবনাশ্ব) উনআশিতম জন্মদিনে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। কবির কণ্ঠে আবৃত্তি এবং তাঁর সাহিত্যকেন্দ্রিক আলোচনা একমাত্র বিষয় সূচী। অংশ গ্রহণে থাকছেন, পবিত্র সরকার, নির্মল ঘোষ, দীপংকর চক্রবর্তী, শান্তি লাহিড়ী, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সর্বসাধারণকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সমৃদ্ধির আশ্বাস

আমাদের প্রজাতন্ত্রের ৩০তম বার্ষিকীতে দেশবাসীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার স্থির লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হচ্ছি।

আসুন, আমরা হাত মিলিয়ে চলি। দেশের সেবার জন্য জাতীয় সঞ্চয়ে যোগদান করি।

সমাজের সর্বস্তর থেকে প্রায় ৫ কোটি ব্যক্তি এই জাতীয় প্রয়াসে সহযোগিতা করার পথ প্রদর্শন করেছেন।

জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পগুলি মূলধনী সম্পত্তি গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত পৌনঃপুনিক আয় অর্জনে আপনাকে সহায়তা করে এবং সেই সঙ্গে করের ব্যাপারেও সুবিধা করে দেয়।

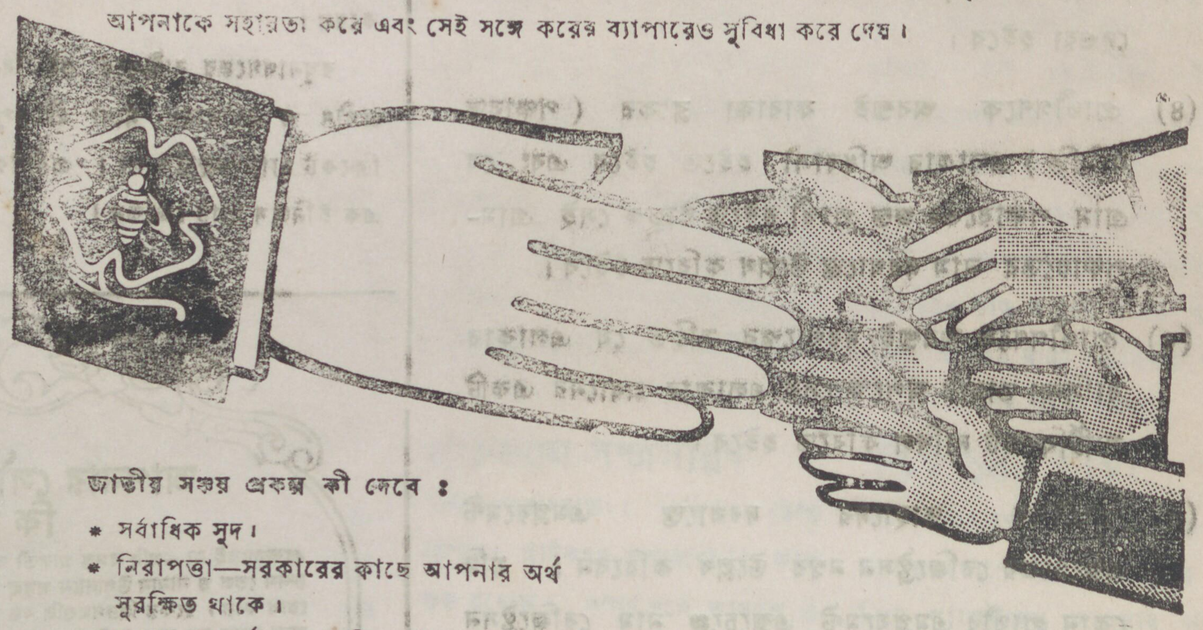

জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প কী দেবে ঃ

* সর্বাধিক সুদ।
* নিরাপত্তা—সরকারের কাছে আপনার অর্থ সুরক্ষিত থাকে।
* অন্যান্য আকর্ষণ — লাকি প্রাইজ, ড্র, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীদের জন্য বিনা মূল্যে বীমা এবং বৃহৎ সঞ্চয়কারীদের জন্য করের সুবিধা।
* অসংখ্য প্রতিনিধি ও মহিলা প্রধানদের সাহায্যে বাড়ীতে বসে সঞ্চয়ের সুবিধা।
* মনোনয়নের সুবিধা।
* সেভিংস সার্টিফিকেট বা সঞ্চয়পত্র এবং টাইম ডিপজিট অ্যাকাউন্ট বন্ধক দিয়ে ব্যাঙ্কের ঋণ লাভ কিংবা তা সিকিউরিটী হিসাবে জমা দেওয়ার সুবিধা।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা
পো. ব. নং ১৬
নাগপুর-৪৪০০০১

davp 79/412

Godrej

*"The quality is never an accident,
But it is always the result of an important efforts"*

উক্তিটির সার্থক রূপকার *গোদরেজ*। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

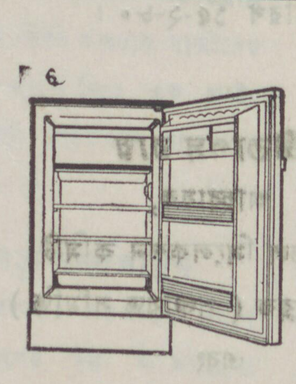

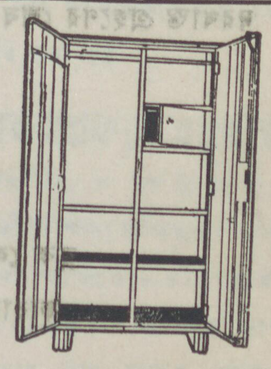

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভুম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১